সিল মাশরুম ভ্যালি

প্রোপ্রাইটরঃ রাজু আহমেদ
ব্র্যান্ডঃ সিল মাশরুম ভ্যালি/SYL MUSHROOM VALLEY
মোবাইলঃ +৮৮০১৬৪৪ ১৪২৫২৫
প্রধান কার্যালয়: শাহপরান লালখাটঙ্গী, ৩৩নং ওয়ার্ড সিলেট সিটি কর্পোরেশন, সিলেট।

এক শিক্ষকের চ্যালেঞ্জ থেকে সফল উদ্যোক্তা রাজু আহমেদের গল্প

আসসালামু আলাইকুম। আমি রাজু আহমেদ, কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের একজন উদ্যোক্তা এবং পার্টনার এপিসিইউ ডিএএম অন দ্য জব' প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। কীভাবে একটি চ্যালেঞ্জ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে মাশরুম চাষের মতো ব্যতিক্রমী উদ্যোগে সফল হলাম এবং নিজেকে একজন উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তুললাম সেই যাত্রার গল্প আজ আপনাদের শোনাব।

আমার উদ্যোক্তা হওয়ার বীজটি রোপিত হয়েছিল জেএসসি পরীক্ষার পর। ফলাফল খুব একটা ভালো না হওয়ায় শিক্ষকেরা আমাকে মানবিক শাখায় যেতে জোর করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, "হিসাববিজ্ঞান তোমার জন্য নয়, এটি অনেক কঠিন বিষয়।" সেই সময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাকে মানবিক শাখায় বেশ কয়েকটি ক্লাসও করতে হয়েছিল।

কিন্তু আমি দমে যাইনি। শিক্ষকদের অনুরোধ করে ব্যবসায় শাখায় ক্লাস করার সুযোগ চাইলাম এবং সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলাম আমি শুধু পাস করব না, হিসাববিজ্ঞানে এ+ নিয়ে আসব! এরপর প্রাইভেট শিক্ষক ছাড়াই নিজের একান্ত পরিশ্রমে আমি সেই বিষয়ে এ+ সহ ভালো ফলাফল করি।

এই ঘটনাই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আমি বিশ্বাস করি, দৃঢ় লক্ষ্য নির্ধারণ করে মেধা ও পরিশ্রমকে কাজে লাগালে সফলতা আসবেই। সেই দিনই সিদ্ধান্ত নিই চাকরি নয়, আমি নিজ উদ্যোগে কিছু করব। আমার কাছে চাকরি কেবল সময় পার করার মাধ্যম মনে হয়েছিল, তাই সেই চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললাম।

স্নাতক শেষ করার পর অনেক ভেবেচিন্তে ফ্রিল্যান্সিংকে বেছে নিই। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল, আমার ভবিষ্যৎ উদ্যোগের পণ্যকে যেন অন্যের ওপর নির্ভর না করে নিজেই অনলাইনে সঠিক উপায়ে উপস্থাপন করতে পারি। বর্তমান যুগে অনলাইনে পণ্যের প্রচার অপরিহার্য। তাই এখানে এসে নানা ধরনের স্ক্যামে না পড়ে, আমি নিজেকে এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দক্ষ করে তুলি এবং একটি অনলাইন নেটওয়ার্ক তৈরি করতে শুরু করি।

এরপর এক পরিচিত ভাই আমাকে সাথে নিয়ে ব্যবসায়িক পরিকল্পনা শুরু করেন। অনেক আলোচনার পর আমরা মাশরুম চাষের সিদ্ধান্ত নিই। অন্যান্য পণ্যের তুলনায় এর প্রতিযোগিতা কম, যা আমাদের কাছে সম্ভাবনাময় মনে হলো। স্বল্প পুঁজিতে কীভাবে চাষ শুরু করা যায়, তা নিয়ে বিস্তর অনলাইন গবেষণা করলাম।

সিলেটের একজন প্রবীণ মাশরুম চাষীর পরামর্শ নিয়ে আমরা ৪০০ প্যাকেট মাশরুম সিলিন্ডার দিয়ে চাষ শুরু করি। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে আমাদের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সিলিন্ডারই নষ্ট হয়ে যায়। মাশরুমের সঠিক পরিচর্যা এবং ব্যাকটেরিয়া আক্রমণের প্রতিকার সম্পর্কে না জানার কারণেই এই ক্ষতি হয়।

এই কঠিন সময়ে পরিচয় হয় সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার কার্যালয়, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট এর কর্মকর্তা আবু সালেহ মোঃ হুমায়ুন কবির স্যারের সাথে। স্যারের সহযোগিতায় আমরা মাশরুমের বাজার তৈরির জন্য রমজান মাসে এক অভিনব উদ্যোগ নিই মাশরুম ও মাশরুমজাত পন্যের ইফতার সামগ্রী! আমরা প্রায় ১৪ ধরনের মাশরুম রেসিপির ইফতার তৈরি করে ব্যাপক সাড়া পেলাম।

এই সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে আরও ভালো প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনুভব করি। স্যারের পরামর্শে আমরা কৃষি বিপণন অধিদপ্তর 'পার্টনার এপিসিইউ ডিএএম অন দ্য জব' প্রশিক্ষণে আবেদন করি এবং সুযোগ পাই। মাগুরার ড্রিম মাশরুম সেন্টারে মাশরুম চাষ ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য তৈরির ওপর ১২ দিনের হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ সফলভাবে শেষ করি।

প্রশিক্ষণ শেষে আমি মাশরুমের উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিপণনের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করি। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণের ৬ জন সহপাঠীকে নিয়ে একটি দল গঠন করি। চারজন সম্প্রসারণে ও দুজন বিপণনে কাজ করবে। এই টিমের মূল কারণ হলো: অনেক উদ্যোক্তা উৎপাদন করতে পারলেও বিপণনে ব্যর্থ হয়ে হতাশায় ভোগেন এবং কাজ ছেড়ে দেন। আমাদের টিমটি তৈরি করা হয়েছে যেন মাশরুমের উৎপাদন এবং বিপণন দুটোই সমান তালে এগিয়ে যায়।

মাশরুমের উপকারিতা সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে আমি একটি ফুডকোর্ট চালু করেছি। সেখানে কাঁচা মাশরুমসহ সকল প্রক্রিয়াজাত পণ্য মজুত রাখা হয়, যাতে ক্রেতারা সরাসরি জানতে পারে কীভাবে মাশরুম খেতে হয় এবং এটি স্বাস্থ্যের জন্য কতটা উপকারী। মাশরুমকে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের সুপারফুড বলা হয় আমরা চাই এটি মানুষের দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাসে যুক্ত হোক।

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট এর উদ্যেগে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং থেকে ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ইং তারিখে 'তৃণমূল নারী উদ্যোক্তা সোসাইটি ও আয়া' আয়োজিত মেলায় আমরা মাশরুমের প্রক্রিয়াজাত খাদ্য উপস্থাপন করে ব্যাপক সাড়া পাই এবং একটি শক্তিশালী মার্কেটিং সংযোগ স্থাপন করি।

আমি শুধু নিজের উদ্যোগ নয়, আমার নেওয়া প্রশিক্ষণ ব্যবহার করে তিন দিনের একটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করছি। তাদের জন্য মাশরুম ক্রয়-বিক্রয়ের একটি সাপ্লাই চেইন তৈরি করে দিচ্ছি, যাতে তারা উৎপাদিত পণ্য বিক্রি নিয়ে সমস্যায় না পড়ে। এভাবে আমরা মাশরুমের চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারব এবং দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশেও রপ্তানি করতে পারব।

আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠানকে বৃহৎ শিল্প আকারে গড়ে তুলতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আমি বিশ্বাস করি, এর মাধ্যমে আমরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারব এবং আরও হাজারো পরিবারের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করে বেকারত্ব দূরীকরণে সক্রিয় অংশ নিতে পারব। পার্টনার এপিসিইউ ডিএএম অঙ্গ ও কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, সিলেট এর অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

সবশেষে একটি কথা বলতে চাই: **উদ্যোক্তাদের উন্নয়ন হলে, বাঁচবে পরিবার, বাঁচবে জাতি, বাঁচবে দেশ।**

রাজু আহমেদ
সিল মাশরুম ভ্যালি
ও
শুদ্ধ লাইফ
সিলেট